☕ কফি:

ইথিওপিয়ার পাহাড় থেকে মুসলিম সভ্যতার বিশ্বজয়

বন্ধুরা, তোমরা কি জানো—আজ সারা বিশ্বে প্রতিদিন ১৫ বিলিয়ন কাপেরও বেশি কফি পান করা হয়? এই বিশাল পরিমাণ কফি দিয়ে অনায়াসেই অলিম্পিক আকৃতির প্রায় ৩০০টি সুইমিং পুল পূর্ণ করা সম্ভব। বর্তমানে কফি কেবল একটি সুস্বাদু পানীয়ই নয়, এটি তেলের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু এই চমৎকার পানীয়টির শুরু হয়েছিল এক মুসলিম রাখাল এবং তার কৌতূহলী ছাগলদের হাত ধরে।

🐐 নাচুনে ছাগল আর এক রাখালের দারুণ আবিষ্কার!

আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর আগে বর্তমান **ইথিওপিয়া** (তৎকালীন আবিসিনিয়া) দেশের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় 'খালিদ' নামের এক আরব রাখাল তার ছাগল চরাতেন। একদিন খালিদ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, তার ছাগলগুলো এক ধরনের বিশেষ গাছের লাল বিচি (কফি চেরি) খাওয়ার পর দারুণ প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে এবং মনের আনন্দে নাচানাচি করছে! কৌতূহলী খালিদ সেই বিচিগুলো সংগ্রহ করলেন এবং সেগুলো সেদ্ধ করে এক নতুন পানীয় তৈরি হলো, যার নাম দেওয়া হলো **'আল-কাহওয়া'**।

♂□ ইবাদতের সঙ্গী: সূফী সাধকদের রাত জাগার ম্যাজিক

কফির এই অদ্ভুত গুণের খবর খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ল। ইয়ামেনের সূফী সাধকগণ লক্ষ্য করলেন, কফি পান করলে রাতের ক্লান্তি দূর হয়। ফলে তারা শেষ রাতের ইবাদত এবং যিকিরে গভীর মনোযোগ ধরে রাখার জন্য নিয়মিত কফি পান করতে শুরু করেন। এরপর পর্যটক, হজযাত্রী এবং বণিকদের মাধ্যমে কফি দ্রুত পুরো মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৫শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এটি মক্কা ও তুরস্কে এবং ১৬শ শতাব্দীতে কায়রোতে পৌঁছে যায়।

📜 'সাধারণ মানুষের স্বর্ণ' ও শাইখ আবদুল কাদীরের লড়াই

কফি যখন জনপ্রিয় হচ্ছিল, তখন এটি নিয়ে এক বিশাল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অনেকে মনে করতেন এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে **শাইখ আবদুল কাদীর আল-জাজিরি** কফির ইতিহাসের ওপর বিশ্বের প্রথম পাণ্ডুলিপি **'উমদাতুস সাফওয়া'** রচনা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, কফি কোনো ক্ষতিকারক বস্তু নয়, বরং এটি একটি পবিত্র ও প্রাকৃতিক উদ্দীপক যা মানুষকে ইবাদতে সাহায্য করে।

কফির আভিজাত্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন:

"কফি হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বর্ণ।
ঠিক স্বর্ণের মতো করেই এটি প্রত্যেকের জন্য বিলাস ও আভিজাত্যের অনুভূতি নিয়ে আসে।"

🎓 পেনি ইউনিভার্সিটি: মাত্র ১ টাকায় অক্সফোর্ড!

১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে পাসকুয়া রোসি নামের এক তুর্কি বণিক লন্ডনে প্রথম কফিহাউজ চালু করেন। তখনকার দিনে এই কফিহাউজগুলোকে বলা হতো **'Penny Universities'** বা 'সস্তা বিশ্ববিদ্যালয়'। কারণ মাত্র এক পেনি খরচ করে এক কাপ কফি কিনলেই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের আড্ডা আর মূল্যবান সব আলোচনা শোনার সুযোগ মিলত। এমনকি আজকের বিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠান **'Lloyd's of London'**-এর জন্মও হয়েছিল এডওয়ার্ড লয়েডের এমনই এক ছোট্ট কফিহাউজ থেকে।

সন্ন্যাসীদের আলখাল্লা আর কাপুচিনোর তুর্কি রহস্য

তোমাদের অনেকেরই প্রিয় 'কাপুচিনো' কফির পেছনেও রয়েছে এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনারা ভিয়েনা অবরোধে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটার সময় প্রচুর কফির বস্তা ফেলে যায়। ভিয়েনাবাসীরা সেই কফির তীব্র স্বাদ কমাতে তাতে মাখন আর মধু যোগ করে। এর ফলে পানীয়টির রঙ অনেকটা **কাপুচিন সন্ন্যাসীদের** বাদামি আলখাল্লার মতো হয়ে যায়। সেই থেকে এই বিশেষ কফির নাম রাখা হয় **কাপুচিনো।**

ইথিওপিয়ার সেই নিভৃত পাহাড় থেকে শুরু হওয়া কফির এই দীর্ঘ যাত্রা আজ কেবল একটি পানীয় নয়, বরং বিশ্বজুড়ে মানুষের মিলনমেলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক মুসলিম রাখাল আর তার ছাগলদের সেই কৌতূহল যে পুরো পৃথিবীর মানুষের অভ্যাস বদলে দেবে, তা কি কেউ কখনো ভেবেছিল?

(**উপস্থাপনায়:** মাওলানা নূর মুহাম্মাদ)

তথ্যসূত্র: কফির এই চমৎকার ইতিহাসের মূল তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিখ্যাত গ্রন্থ '১০০১ মুসলিম আবিষ্কার' (1001 Inventions: The Enduring of Muslim Civilization) থেকে।